একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক অনলাইন পিয়ার-রিভিউড গবেষণা পত্রিকা (রেফারিড জার্নাল, ত্রৈমাসিক)

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Rural politics in Hamiruddin Midya's short stories

হামিরউদ্দিন মিদ্যার ছোটোগল্পে গ্রামীণ রাজনীতি

Name of the Author: Rajkumar Hazra

Affiliation: I have completed my graduation and post graduation from Ramakrishna Mission Vidyamandir. Currently, I am preparing for research by passing the UGC NET exam along with JRF. I also write for various jornals.

Abstract: The main focus of contemporary young storyteller Hamiruddin Midya's work is present-day village life. In his stories, rural life is captured through a multidimensional consciousness. In my research essay, I have tried to show how politics entering the village world Hamiruddin portrays creates divisions among villagers and pushes local traditions toward erosion. I also examine how national politics affects village life.

Keywords: Conflicts within rural politics, corruption, religious polarization, national politics.

হামিরউদ্দিন মিদ্যার ছোটোগল্পে গ্রামীণ রাজনীতি

রাজকুমার হাজরা

সাধারণত গ্রামীণ রাজনীতি বলতে গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও আচার-অনুষ্ঠানকে বোঝায়। গ্রামীণ রাজনীতি গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় অতিপরিচিত একটা প্রত্যয়। গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর সাথে গ্রাম্য রাজনীতি ঘনিষ্ট সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। গ্রাম্য জনজীবনে ক্ষমতা চর্চায় গ্রামীণ রাজনীতিতে যারা প্রতিষ্ঠিত তারাই প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। গ্রামীণ ধর্মীয় গুরু, এলিট শ্রেণি, উচ্চ বংশমর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠী বর্ণ গ্রামীণ রাজনীতির পুরাধা হিসেবে বিবেচিত হয়। বিশ্বায়নের যুগে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার কারণে গ্রাম্য রাজনীতি আজ অনেকখানি গতিশীল। এই গতিশীলতাই গ্রামীণ রাজনীতিকে অতিমাত্রায় জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে বিভিন্ন আঙ্গিকে সম্পৃক্ত করেছে।

হামিরউদ্দিন মিদ্যার গল্পে রাজনীতি এসেছে অত্যন্ত সচেতনভাবে। গ্রামবাংলার রাজনৈতিক দুর্নীতি থেকে শুরু করে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে তার গল্পগুলি। গ্রামের সহজ-সরল হিন্দু-মুসলমানদের সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছে কিছু রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রী তাদের ভোটবাক্স ভরানোর জন্য। কিছু উগ্রপন্থী ধর্মগুরু ধর্মীয় আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে স্বার্থরক্ষা করছে। এরকমই দুটি গল্প হল ‘পীর সাহেবের আস্তানা’ ও ‘ডাক পুরুষ’। ‘পীর সাহেবের আস্থানা’ গল্পে ধর্মীয় রাজনীতি যে কিভাবে মানুষকে গ্রাস করছে তা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে এই গল্পে। সিদ্দিক মন্ডলের মানহুবা বুড়ির স্বপ্নে দেখা পীরসাহেবের কথা শুনে গ্রামের মানুষ তার কথায় গড়ে তোলে পীরসাহেবের আস্তানা। এই আস্তানার কথা দিনের পর দিন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিভিন্ন গ্রামের মানুষ ছুটে আসে মানত করতে। এই মানত সফল হতে থাকে অনেকেরই। হিন্দু-মুসলিম সহ প্রচুর মানুষের সমাগম হতে আস্তানায়। কিন্তু ধর্ম নিয়ে কিভাবে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে হয় তাতে সিদ্ধহস্ত ধর্মগুরুরা। জামাতের লোক এসে বললেন- ‘সব গোনাহর ক্ষমা আছে, কিন্তু সেরেকি গোনাহর কোনও ক্ষমা নেই।’[১] ধর্মভীরু গ্রামীণ মানুষকে গ্রাস করলো এই সস্তার রাজনীতি। মানুষের মনে ভাঙন ধরল, মানুষ দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল। যাদের এতদিনের বিশ্বাস পীরথানকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিল, তাদের উপর নেমে এলো গ্রামীণ ধর্মগুরুসৃষ্ট অত্যাচার। গ্রামীণ সালিসি সভার মধ্য দিয়ে একঘরে করে দেওয়ার হুমকি দেয় সিদ্দিক মন্ডলকে। এইভাবে গ্রামীণ সমাজে রাজনীতি প্রবেশ করে শেষ করছে একটা গ্রামীণ সভ্যতার ঐতিহ্য, সংস্কার, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিকে।

আবার 'ডাকপুরুষ' গল্পেও দেখি মৌলবাদীদের আস্ফালন। পূর্বপুরুষ থেকেই গ্রামে চলে আসছে নলপোঁতার মতো কিছু গ্রামীণ সংস্কৃতি। আশ্বিন মাসের শেষের দিন ডাকসংক্রান্তিতে শস্যের দেবী লক্ষ্মীকে আরাধনা করে চাষিরা, যাতে শস্যের ফলন ভালো হয়। সেইজন্য তারা জমিতে নল পোঁতে। এই শস্যের দেবী লক্ষ্মীকে আরাধনা হিন্দুদের সংস্কৃতি হলেও মুসলিমরাও দীর্ঘদিন থেকে ভালো ফলনের আশায় তারাও এই রীতি গ্রহণ করেছে। কিন্তু গ্রামের নতুন ইমাম সাহেব ফতোয়া জারি করে বলেন যে নলপোঁতা হিন্দুদের পরব। মুসলমানদের এতে অংশগ্রহণ করা চলবে না। গ্রামের বাকিরা তা মেনে নিলেও হায়দার আলি মানতে পারে না। সে বলে—'নলপোঁতা কুনু হিন্দুর পরব লয়, কুনু মুসলমানের পরব লয়। নলপোঁতা হল চাষিদের পরব। চাষিদের কুনু জাত হয় না রে ছয়দুল। চাষিরা হল অন্নদাতা। সবার কথা ভাবে।'[২]

বর্তমানে 'আমরা' 'ওরা' এই বিভেদের রাজনীতি দেশ ও রাজ্যকে তলানিতে নিয়ে যাচ্ছে। এই গল্পে যেমন ইমাম সাহেব হিন্দু-মুসলিমদের ভাগ করে দিয়ে দীর্ঘদিনের বিশ্বাসকে ভাঙতে নিদান দেন ধর্মের দোহাই দিয়ে। কিন্তু এখনো গ্রামে হায়দার আলির মতো একটা আধটা স্বাধীনচেতনাসম্পন্ন মানুষ থাকায় তারা প্রতিবাদ করে চলেছে এই বিভেদের বিরুদ্ধে।

এইসময়ে রাজনীতির সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছে 'দুর্নীতি' শব্দটি। দুর্নীতি আজ বৃহৎ গাছের মতো শিকড় ছড়িয়েছে।

গ্রামীণ জবকার্ডের কাজে দুর্নীতি। কাজ না করে পার্টির ছত্রছায়ায় থাকার কারণে কিছু মানুষের নাম উঠে যাচ্ছে হাজিরির খাতায়। আর যারা পার্টির ঝান্ডা ধরে মিছিলে হাঁটে না তাদেরকে তপ্তরোদেও মাটিকাটার কাজ করতে হয়। এমনকি যারা বয়স্ক তাদেরকে জলকুলির কাজ করতে হয়। যারা কাজ করে তাদেরকে জল এনে খাওয়ানোই হল জলকুলিদের কাজ। সেরকমই একটি গল্প হল 'জলকুলি'। 'জলকুলি' গল্পে দেখি বয়স্ক গুহিরাম জবকার্ডের কাজে কোদাল চালিয়ে মাটি কাটতে না পারলে তাকে জলকুলির কাজটা দেওয়া হয়। এই জল আনতেও তার কষ্ট হয় বয়সের ভারে। কিন্তু আবার দেখা যায় গুহিরামের থেকে অনেক কম বয়স্ক কাদের আলি জবকার্ডে না কাজে গিয়ে নিজের জমিতে সার ছড়াচ্ছে, তা সত্ত্বেও হাজারির খাতায় নাম উঠে যাবে। কারণ সে পার্টির ঝান্ডা নিয়ে মিছিলে ঘুরে। কাদের আলির কথায় উঠে আসে সেই রাজনৈতিক সত্যটি- 'সারটা ছড়িয়ে দিয়ে একবার লাগব। আমার হাজরি ঠিক হয়ে যাবেক খুড়ো। এতদিন ঝান্ডা নিয়ে ঘুরলাম। ফেসালিটি তো একটু-আধটু দিতেই হবেক নাকি! কী বলো?'[৩] এর ফলে গ্রামীণ রাজনৈতিক যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে কিছু সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষ।

আবার 'ফসলের ঘ্রাণ' গল্পে দেখি টাকা দিয়ে চাকরির কথা। যা বর্তমান সময়ে খুবই প্রাসঙ্গিক। আজ আমরা দেখি চাকরি যোগ্যতার ভিত্তিতে নয় টাকার বিনিময়ে বিক্রি করছে কিছু নেতা-মন্ত্রী। একেবারে গ্রামস্তর নেতাদের কাছ থেকে রিলেরেসরএর মত রাজ্যস্তরে নেতাদের হাতে টাকা পৌঁছে যাচ্ছে। টাকার বিনিময়ে চাকরি হচ্ছে কিছু অযোগ্য ব্যক্তির। আর কিছু গরিব দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়ের যোগ্যতা থাকলেও টাকা না দিতে পারায় তাদের চাকরি হচ্ছে না। গল্পে দেখি বিষ্ণুপদ দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান, স্কুলকলেজ পাশ করেও কোথাও কোনোকিছু হয়নি। কিন্তু ঘুষ দিলে তার চাকরি হয়ে যেত। 'একবার একটা চাকরি হয়েই যাচ্ছিল। অনেক টাকার দরকার। বিষ্ণুপদর বাবা সে টাকা জোগাড় করতে পারেনি। শেষে হতাশ হয়ে বলেছিল, চিন্তা করিস নে বাপ, তেমন বুঝলে ময়নাজুড়ির একবিঘা জমিটো বেচে দিব'[৪] কিন্তু বিষ্ণুপদ তার বাবাকে জমি বিক্রি করতে দেয়নি। বিষ্ণুপদ বলেছিল- 'নিজের যোগ্যতা থাকতে টাকা লাগে যে কাজে, সে কাজ করবনি। জমিবেচার কথা আর কখনও বলো না।'[৫] এর ফলে বিষ্ণুপদর আর চাকরি করা হয়ে উঠলো না, সে হাতে তুলে নিল লাঙ্গল-জোয়াল-মই। এইভাবে রাজনীতির শিকার হয়ে কিছু শিক্ষিত যুবক-যুবতী হারিয়েছে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

গ্রামীণ রাজনীতি ছাড়িয়ে জাতীয় রাজনীতিরও ছবি ফুটে উঠেছে হামিরউদ্দিন মিদ্যার 'মেহেরুন্নেসার ভারতবর্ষ' গল্পে। 'মেহেরুন্নেসার ভারতবর্ষ' গল্পে উঠে এসেছে NRC-এর মতো বিতর্কিত বিষয়, যা পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতবর্ষের মানুষকে বিচলিত করেছিল। ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন (NRC) এর উদ্দেশ্য হলো ভারতের সমস্ত বৈধ নাগরিকদের নথিভুক্ত করা যাতে অবৈধ অধিবাসীদের চিহ্নিত করা যায়। নাওয়াখাওয়া ছেড়ে মানুষ কাগজপত্র নিয়ে ছোটাছুটি করেছে এই অফিস ওই অফিস নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে। যাদের পরিচয়পত্র ছিল না তাদের ছিল একটা বিরাট মানসিক চিন্তা। একটা আতঙ্ক পেয়ে বসেছিল মানুষের মনে। আতঙ্কটা বেশি ছড়িয়েছিল এদেশের সংখ্যালঘুদের মধ্যে। গল্পেও দেখি সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ মেহেরুন্নেসার নাতি মতিবুল কেরলের কাজ ছেড়ে এসে নিজের গ্রামে ফিরে কাগজপত্র খুঁজে চলেছে ভিটেমাটির। মতিবুল একা নয়, গোটা গ্রাম ব্যস্ত তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে। কিন্তু মেহেরুন্নেসা বলে উঠে '.... আমার ভিটে, আমার মাটি আবার আমাকেই পমাণ দেখাতি হবেক? কে পমাণ লিবেক? আসুক দিনি আটকুড়োর ব্যাটারা! ঝেটিয়ে মুইয়ের বিষ ভুঁইয়ে নামিই দুবো'।[৬] মেহেরুন্নেসার এই কথা হয়ে উঠেছে শাসকের হঠকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।

এইভাবে হামিরউদ্দিন মিদ্যা তাঁর গল্পগুলির মধ্যে গ্রামীণ রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতির পথে সাবলীলভাবে বিচরণ করেছেন এক ভিন্ন ভারতবর্ষের সন্ধানে।

তথ্যসূত্র:

১. মিদ্যা হামিরউদ্দিন, 'মাঠরাখা' কলকাতা, সোপান, তৃতীয়মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০২৪, পৃষ্ঠাসংখ্যা- ৭১

২. তদেব। পৃষ্ঠাসংখ্যা- ২২

৩. তদেব। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮৫

৪. তদেব। পৃষ্ঠাসংখ্যা- ১১৯

৫. তদেব। পৃষ্ঠাসংখ্যা- ১১৯

৬. তদেব। পৃষ্ঠাসংখ্যা- ১১৫